ইন্দ্রিয়ধর্মবিশিষ্ট। মনকে যুগুপৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ় হয়ে কার্য করে বলে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আবার কর্মেন্দ্রিয়ের অধাক্ষ হয় বলে মন কর্মেন্দ্রিয়।

মন সঙ্কল্পাত্মক। সঙ্কল্প অর্থাৎ বিচার-বিবেচনা মনের অসাধরণ ধর্ম। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য আকার গ্রহণে কেবল সক্ষম। কিন্তু মনের মাধ্যমেই বস্তুর বিশেষ আকারের বোধ জন্মায়।

সত্ত্বগুণের এক বিশেষ পরিণামে মনের উৎপত্তি। সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে— *'মহদাখ্যমাদ্যং কার্যং তন্মনঃ।'* প্রকৃতির আদি কার্য বা প্রথম বিকার মহৎ। মন ইহারই কার্য। অর্থাৎ মহত্তত্ব থেকেই মনের উৎপত্তি।

কঠোপনিষদে মনকে 'প্রগ্রহ' (বল্গা) বলা হয়েছে— *'মনঃ প্রগ্রহমেব চ'।* বল্গার সাহায্যে সারথি রথের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। বুদ্ধি ও তেমনি মনের সাহয্যেই ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মন প্রভাবিত হয়। সত্ত্বগুণ তৃষ্ণা ও মোহকারক। রজোগুণের প্রভাবে মন কামনা, বাসনা ও আসক্তি যুক্ত হয়ে বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়। আর তমোগুণ অজ্ঞান জাত। তমোগুণের প্রভাবে প্রভাবিত মন জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা মোহিত করে রাখে।

পরমকল্যাণ তথা ঈশ্বর সান্নিধ্য প্রাপ্তির জন্য মনের সাত্ত্বিক ভাব একান্ত প্রয়োজন। সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে মন প্রশান্ত ও নির্মল হয়। তখন ভোগ, কামনা, বাসনার আবিলতা মনকে স্পর্শ করতে পারে না। উদারতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঈশ্বরমুখীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে মানুষ ভূষিত হয়। প্রমথনশীল ইন্দ্রিয় সমূহ তখন আর মনকে কুপথে নিতে পারে না। মানুষ তখন এক উত্তম সুখ অনুভব করে।

*প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।*
*উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মাভূতমকল্মষম্।।*

**৩। নিষ্কামকর্মযোগঃ কঃ ভবতি? অস্য কর্মযোগস্য পরম্পরা কা ভবতি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারং নিষ্কামকর্মযোগঃ ব্যাখ্যেয়ঃ।**

যুজ + ঘঞ্ = যোগঃ। পরমাত্মনা সহ জীবাত্মনঃ সংযোগঃ এব

योगः। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'—फलाकाङ्क्षां विहाय कर्तव्यकर्मसम्पादनमेव निष्कामकर्मयोगः। अनासक्तभावेन कर्मफलं परमात्मनि समर्प्य कर्त्तव्यकर्मसम्पादनं निष्कामकर्मयोगः।

अतिप्राचीनः अव्ययश्च कर्मयोगः। कल्पारम्भे श्रीभगवता परमात्मना हिरण्यगर्भरूपेण विवस्वान् सूर्यः प्रथमतया उपदिष्टः अयं योगः। विवस्वान् सूर्यः मानवकुलस्य प्रथमं प्रतिनिधिं निजपुत्रं मनुं तथा च मनुः स्वपुत्रं ईक्षाकवे कर्मयोगं व्याख्यातवान्। परवर्त्तिनि काले जनकप्रमुखाः कर्मयोगिणः राजर्षयः कर्मयोगं अनुष्ठितवन्तः। इयं हि कर्मयोगस्य परम्परा। श्रीमद्भगवद् गीतायां कर्म योगस्य व्याख्या यथा सुविस्तृता तथा चिरन्तनीया।

जगत् ईश्वरसृष्टम्, जगतः कल्याणसम्पादनं ईश्वरकर्म। परमात्मा जगतः यद्यपि कर्ता स्वरूपतः स अकर्ता। स स्वयं न किञ्चित् कर्म करोति। स केवलं साक्षी द्रष्टा च। सारथिरूपेण उपद्वेष्टारूपेण च स कर्मयोगिनं मार्गं उपदिशति। लोकशिक्षार्थं परमात्मा केनापि पार्थिवप्रतिनिधिना तस्य उद्दिष्टकार्यं साधयति। गीतायाः एकादशऽध्याये श्रीभगवता अर्जुनं प्रति स्वयं उक्तः— *'निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्'।*

स्वकार्यसाधनार्थं श्रीभगवान् अर्जुनेन अधर्मस्य अवसानं सम्पाद्य सत्यधर्मस्य प्रतिस्थापनं साधयिष्यति। किन्तु कुरुक्षेत्रस्य रणाङ्गणे युद्धार्थं समवेतान् आत्मीयबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धपरांमुखः अभवत्। अथ श्रीकृष्णः अर्जुनं कर्त्तव्यकर्मणि नियोज्ययितुं कर्मयोगं उपदिष्टवान्।

कर्मयोगः श्रेष्ठयोगः। कर्मयोगस्य गतिः अतीव गहना। फलाकाङ्क्षां वर्जयित्वा निरासक्तभावेन कर्मसम्पादनं हि निष्कामकर्म। देहाभिमानं परित्यज्य विषय भावंनामुक्तः सन् परमात्मनि मनः समर्प्य निष्कामभावेन कर्मसम्पादनं हि निष्कामकर्मयोगः। इन्द्रियाणां वहिर्मुखीवृत्तिं निरोध्य निःस्वार्थभावेन कर्तव्यसम्पादनं आवश्यकम्। कर्मयोगः अभ्यासेन वैराग्येन

Scanned with CamScanner

च साधनीयः। ज्ञानीनां उपदेशात् कर्ममार्गं सम्यक् ज्ञात्वा दुर्ज्ञेयः कर्ममार्गः साधितव्यः—

*कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकर्मणः।*
*अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।।*

यश्च योगी कर्मणि अकर्म अकर्मणि च कर्म पश्यति स एव कर्मकृत् भवति। कामनां वासनां च सर्वथा परिहाय आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च योगी कर्म सम्पादयति। ज्ञानरूपिणि अग्नौ निष्कामकर्मयोगिणः सर्वाणि कर्माणि दग्धानि भवन्ति। अथ कर्म कृत्वाऽपि कर्मयोगी कर्मफलेन न बद्धः भवति—

*त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः।*
*कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः।।*

कर्मयोगी समत्वयोगं आश्रयते। सर्वेषु प्राणिषु कर्मयोगी एकमेव परमात्मानं पश्यति। सर्वथा ईर्षा शून्यः योगी देहाभिमानं परित्यज्य कर्म सम्पादयति। सर्वेषां मनुष्याणां कृते कर्म आवश्यकम्। कर्मत्यागं न केनापि सम्भवम्। जीवनयात्रा निर्वाहार्थं कर्मसम्पादनेन प्रयोजनम्। उक्तं च भगवता स्वयं—

*न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।*
*कार्य्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः।।*

जगत् ब्रह्म मयम्, ब्रह्म आनन्दस्वरूपम्। क्षुद्रतायाः गण्डिम् अतिक्रम्य विश्वकल्याण साधनार्थं यः कर्म सम्पादयति स एव परमात्मानं प्राप्नोति। एवम्बिधः कर्मयोगी कदापि दुर्गतिं न भजते — *'न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति'*।

कर्मयोगस्य प्रशांसामुखेन श्रीभगवता उक्तं—

*सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ।*
*तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।।*

Scanned with CamScanner

*কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।*
*অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।*

যশ্চ যোগী কর্মণি অকর্ম অকর্মণি চ কর্ম পশ্যতি স এব কর্মকৃৎ ভবতি। কামনাং বাসনাং সর্বথা পরিহায় আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ যোগী কর্মস ম্পাদয়তি। জ্ঞানরূপিণি অগ্নৌ নিষ্কামকর্মযোগিণঃ সর্বাণি কর্মাণি দগ্ধানি ভবন্তি। অথ কর্ম কৃত্বাঽপি কর্মযোগী কর্মফলেন ন বদ্ধ ভবতি—

*ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।*
*কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।*

কর্মযোগী সমত্বযোগং আশ্রয়তে। সর্বেষু প্রাণিষু কর্মযোগী একমেব পরমাত্মানং পশ্যতি। সর্বথা ঈর্ষাশূন্যঃ যোগী দেহাভিমানং পরিত্যজ্য কর্ম সম্পাদয়তি। সর্বেষাং মনুষ্যাণাং কৃতে কর্ম আবশ্যকম্। কর্মত্যাগং ন কেনাপি সম্ভবম্। জীবনযাত্রা নির্বাহার্থং কর্মসম্পাদনেন প্রয়োজনম্। উক্তং চ ভগবতা স্বয়ং—

*ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।*
*কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।*

জগৎ ব্রহ্মময়ম্, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপম্। ক্ষুদ্রতায়াঃ গণ্ডিম্ অতিক্রম্য বিশ্বকল্যাণ সাধনার্থং যঃ কর্ম সম্পাদয়তি স এব পরমাত্মানং প্রাপ্নোতি। এবম্বিধঃ কর্মযোগী কদাপি দুর্গতিং ন ভজতে —*'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।*

কর্মযোগস্য প্রশাংসামুখেন শ্রীভগবতা উক্তং —

*সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স্করাবুভৌ।*
*তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।*

৩। নিষ্কামকর্মযোগঃ কঃ? অস্য কর্মযোগস্য পরম্পরা কা ভবতি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারং নিষ্কামকর্মযোগঃ ব্যাখ্যেয়ঃ।

অথবা

'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্'— এখানে কোন যোগের কথা বলা হয়েছে? এই যোগের পরম্পরা কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে

Scanned with CamScanner

এই যোগ ব্যাখ্যা কর।

উঃ এখানে 'যোগ' বলতে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। *'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'*— ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কর্ত্তব্য সম্পাদনই নিষ্কাম কর্মযোগ। অনাসক্ত ভাবে কর্ম ফল পরমাত্মায় অর্পণ করে কর্ত্তব্যকর্ম সম্পাদনই নিষ্কাম কর্ম যোগ।

অতি প্রাচীন ও অব্যয় কর্মযোগ। কল্পারম্ভে শ্রীভগবান্ পরমাত্মা হিরণাগর্ভরূপে বিবস্বান্ সূর্যকে প্রথম নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিবস্বান্ সূর্য পরে মানবকুলের পুরোধা প্রতিনিধি নিজপুত্র মনুকে এবং মনু নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই কর্মযোগ ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে জনক প্রভৃতি কর্মযোগী রাজর্ষিগণ এই নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা করেছিলেন। ইহাই কর্মযোগের পরম্পরা।

সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্মযোগের শিক্ষা যেমন বিস্তৃত, তেমনি চিরকালীন উপদেশ। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎকে কল্যাণময় রাখা ঈশ্বরেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু জগতের কর্ত্তা হয়েও স্বরূপতঃ তিনি অকর্তা। তিনি সারথি, তিনি উপদেষ্টা, তিনি পথপ্রদর্শকমাত্র। লোকশিক্ষার জন্য এই পৃথিবীর কোন প্রতিনিধিকে দিয়েই তাঁর উদ্দিষ্ট কার্য তিনি করাবেন। সেজন্যই গীতার একাদশ অধ্যায়ে তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন— *'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'।*

শ্রীভগবান্ তাঁর কার্যনিমিত্ত অর্জুনকে সামনে রেখে অধর্মের অবসান ঘটিয়ে সত্যধর্মের প্রতিস্থাপন করবেন। কিন্তু অর্জুন যুদ্ধে আত্মীয়বধ কল্পনা করে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হতে চাইছেন। সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ত্তব্যকর্মে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কর্মযোগের উপদেশ দিচ্ছেন।

কর্মযোগ শ্রেষ্ঠযোগ। কর্ম বলতে নিষ্কাম কর্মকে বোঝায়। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনই নিষ্কাম কর্ম। আর দেহাভিমান পরিত্যাগ করে বিষয়ভাবনা হতে মুক্ত হয়ে পরমাত্মায় মন স্থির করে নিষ্কাম কর্মসম্পাদনই হলো কর্মযোগ। নিষ্কাম কর্মযোগ সহজসাধ্য নয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাধ্য। নিরন্তর অভ্যাস ও কর্মযোগীদের উপদেশ অনুসারে এই যোগ সাধন করতে হয়। জ্ঞানীদের উপদেশবলেই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্যক্‌ভাবে জেনে কর্মমার্গে

Scanned with CamScanner

সাধককে অবতীর্ণ হতে হয়, কারণ কর্মমার্গ অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়—

*কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।*
*অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।*

সাধকের মনে কর্মতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও রুচি জাগরণের জন্য কর্মতত্ত্বের প্রকৃতি ব্যাখা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনি প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন কারী। সকল প্রকারের কামনা-বাসনা বর্জন করে, শাস্ত্র সম্মত উপায়ে বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্যই কর্মযোগিগণ কর্ম সম্পাদন করেন। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম দগ্ধ হয় বলে জ্ঞাণিগণও কর্মযোগীকে প্রকৃত পন্ডিত বলেই জানেন। কর্ত্তব্যকর্মে ও তার ফলে কোন রকম আসক্তি না রেখে, পরমাত্মায় নিত্যতৃপ্ত হয়ে কর্মযোগীকে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করতে হয়।

*ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।*
*কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।*

অন্তঃকরণ সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে, ফলের প্রতি কোন কামনা বা প্রত্যাশা না রেখে কর্ম সম্পাদন করলে, কর্ম যোগীকে কখনো কোন পাপ স্পর্শ করতে পারে না। স্বয়ং আগত সম্পদে সন্তুষ্ট থেকে, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি বিরুদ্ধ অবস্থা সহ্য করে, সর্বতোভাবে ঈর্ষাশূন্য যোগী কর্ম করলেও কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হন না। আসক্তি ও দেহাভিমানশূন্য হয়ে, সর্বভূতে সমদর্শন পূর্বক কর্মসম্পাদনে, যোগীর সমস্ত কর্মই পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়— *'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'।*

ব্রহ্মময়ং জগৎ—বিশ্বচরাচর ব্রহ্মময়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে — *'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'*-অণু থেকে বৃহৎ -সবই ব্রহ্মময়। যজ্ঞে অর্পণ অর্থাৎ স্রুবাদি, হোমযোগ্যবস্তু, ব্রহ্মরূপ কর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতিপ্রদান কর্মও ব্রহ্ম। এমন কি ব্রহ্মকর্মে স্থিত যোগীর দ্বারা প্রাপ্য ফলও ব্রহ্ম।

যজ্ঞশব্দ কর্মবাচী। আত্মজ্ঞান লব্ধ সাধক সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করে যে কর্ম সম্পাদন করেন তা যজ্ঞেরই সমতুল। যজ্ঞরূপ অগ্নিতে কর্মযোগী শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ এবং শব্দ প্রভৃতি বিষয় সমূহ আহুতি প্রদান করে, কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করে জগৎ কল্যাণে কেবল কর্ম সম্পাদন করেন— *'শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য*

Scanned with CamScanner

*ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি'।*

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দেহাভিমানে বদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে ক্ষুদ্র। কারণ তখন কর্মে মমত্ববোধ অহঙ্কার, ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি থাকে। সেই সময়ে সম্পাদিত কর্ম 'বিকর্ম' নামে অভিহিত হয়। এই বিকর্মে বিশ্বকল্যাণ তো দূরস্থান, ব্যক্তিকল্যাণও বিঘ্নিত হয়। কিন্তু মমত্ব, অহঙ্কার, ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি বর্জন করে, ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করে, অসীম বৃহতে অবস্থান পূর্বক পরমাত্মায় মন স্থাপন করে, কর্মযোগী যে কর্ম করেন, সেই কর্ম-সুকর্ম। এইরূপ কর্মে কখনো যোগী আবদ্ধ হন না। ঈশোপনিষদে তাই বলা হয়েছে—

*কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।*
*এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।*

শ্রুতির সিদ্ধান্ত কর্ম করতেই হবে, কর্মহীন হয়ে বাঁচা যায় না। কিন্তু কোন্ কর্ম করতে হবে? *'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'*—নিজের মুক্তি ও জগৎ কল্যাণ সাধিত হয় যে কর্মে তাই করতে হবে—আর ইহাই সুকর্ম। ইহাই কল্যাণকারী কর্ম। এই কর্মই বন্ধন সৃষ্টি করে না— *'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।*

জগৎ ব্রহ্মময়, আর ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম না করতে পারলে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে জগৎকল্যাণে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমেই সকল সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে কর্মযোগী সচ্চিদানন্দঘন পরম ব্রহ্মকে লাভ করতে পারেন। নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমেই সাধক বিশ্বকল্যাণ সাধন করে নিজেকে পরমাত্মার সাথে যুক্ত করতে পারেন। তাই শ্রীভগবান্ কর্মযোগের প্রশংসা করে বলেছেন—

*সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স্করাবুভৌ।*
*তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।*

Scanned with CamScanner